বাংলাদেশের ইতিহাস (পর্ব-০২)

৭ মার্চের ভাষণ

অসহযোগ আন্দোলনের মাঝে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল— স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা (পরোক্ষভাবে)। এ ভাষণেই তিনি ঘোষণা করেন—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ভাষণে তিনি চার দফা দাবি পেশ করেন— ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার ২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া ৩. গণহত্যার তদন্ত করা ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। বিকেল ৩.২০ মিনিটে শুরু করে তিনি প্রায় ১৯ মিনিট বক্তব্য দেন। তিনি এই ভাষণে বেসামরিক প্রশাসন চালু রাখার জন্য ৩৫টি বিধি জারি করেন। পরিচালক ফকরুল আরেফিন ৭ মার্চের এই ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করেন প্রামাণ্য চলচিত্র 'দ্য স্পিচ'। ৭ মার্চের এই ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ২০১৭ সালে UNESCO ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (Memory of the World Register) ঘোষণা করে।

৭ই মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু (সূত্রঃ দ্য ডেইলি স্টার)

স্বাধীনতার ঘোষণা ও অপারেশন সার্চ লাইট

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক শুরু করে আলোচনার নামে কালক্ষেপন করতে থাকেন, আর গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহন করতে থাকেন। ১৮ মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' এর পরিকল্পনা করেন। ১৯ মার্চ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙালী সৈনিকদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ২৫ মার্চ রাত বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, আর এর মাধ্যমেই শুরু হয় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। তিনি ঘোষণাটি জারি করেন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে এবং মূল ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাক হানাদার বাহিনী সকল রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে নেয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি চট্রগ্রামের কালুরঘাটে প্রেরণ করে, সেখানে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' গড়ে তোলেন। ২৮ মার্চ বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে এর নামকরণ করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। চট্রগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান ঘোষণাটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন। বিবিসির ২৬ মার্চের প্রভাতি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার কিছুক্ষন পরেই রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার লক্ষ্যে পরিচালিত অপারেশনের আর্মি কোডনেইম ছিল 'দি বিগবার্ড'। অপারেশনটি পরিচালনা করেন মেজর জহির আলম। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের খবর দিতে গিয়ে তিনি বলেন—Big Bird in Cage.
অপারেশন সার্চলাইটের ঢাকার মূল দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। তার নেতৃত্বে জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চলে নারকীয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন।

গণহত্যা চলে পুরনো ঢাকা, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, গণকটুলি, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। একইভাবে দেশের অন্যান্য স্থানে গণহত্যা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শোনামাত্রই চট্রগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় — ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় — ১৭ এপ্রিল; মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়— ১৭ এপ্রিল।
শপথ পাঠ করান— আব্দুল মান্নান; ঘোষণাপত্র পাঠ করেন— অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়— মেহেরপুরের মুজিবনগরে।
বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম; প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন - জেনারেল এমএজি ওসমানী; চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন - কর্নেল (অব.) আবদুর রব, ডেপুটি চিপ অব স্টাফ - গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।
মেহেরপুরের ভবের পাড়ার বৈদ্যনাথতলার মুজিবনগর নামকরন করেন— তাজউদ্দিন আহমেদ।

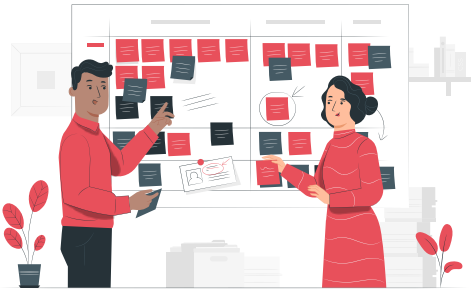

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় ছিল — ৮ নং থিয়েটার রোড কলকাতা। মুজিবনগর সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল, যথা: প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রন বোর্ড।
মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুস সামাদ আজাদ; প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ; ক্যাবিনেট সচিব ছিলেন হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ.টি.ইমাম)।
১০ এপ্রিল সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ভাগ করে – ৪টি সামরিক জোনে; ৪ জোনে নিযুক্ত করা হয়— ৪ জন কমান্ডার। পরে ১১ এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান (সূত্রঃ বিবিসি নিউজ)

মুজিবনগর সরকারের প্রকৃতি ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, যার কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে Charter of Independence বলে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাজ্যের মিশন প্রধান। যুক্তরাষ্ট্রের মিশন প্রধান ছিলেন এম আর সিদ্দিকি ও নয়া দিল্লির মিশন প্রধান ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করে কলকাতাস্থ পাকিস্তান মিশনের সহকারী কমিশনার হোসেন আলী (১৮ এপ্রিল)। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি তানভীর করিম। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ২৩টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস বহন করে।

মুজিবনগর সরকারের প্রশাসন

নাম	দায়িত্ব ও পদমর্যাদা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি (মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
তাজউদ্দীন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, শিক্ষা, শ্রম, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	অর্থ, জাতীয় রাজস্ব, বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহন মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্রমন্ত্রী
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পূনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশকে ৪ জন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে ৪টি সামরিক জোনে ভাগ করা হয়। ১১ এপ্রিল সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালী (সেনাবাহিনী, রাইফেলস, আনসার ও পুলিশ) সদস্যরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেন তার নাম— তেলিয়াপাড়া রণকৌশল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিগ্রেড আকারে জেড ফোর্স, এস ফোর্স ও কে ফোর্স নামক তিনটি ফোর্স গঠিত হয়। জেড ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন— লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমান; এস ফোর্সের — লে. কর্ণেল কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্সের— লে. কর্ণেল খালেদ মোশারফ। বাংলাদেশী নৌ-কমান্ড পরিচালিত প্রথম অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' হয় ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট।

সেক্টর	এলাকা	কমান্ডার
সেক্টর-১	চট্রগ্রাম,পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)
সেক্টর-২	নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
সেক্টর-৩	আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা,সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা জেলার অংশবিষেষ	মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

সেক্টর	এলাকা	কমান্ডার
সেক্টর-৪	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক	মেজর সি আর দত্ত
সেক্টর-৫	সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত	মেজর মীর শওকত আলি
সেক্টর-৬	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র সড়ক থেকে রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও	উইং কমান্ডার এম কে বাশার
সেক্টর-৭	সমগ্র রাজশাহী জেলা, ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর জেলার বাকি অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা	মেজর নাজমুল হক নেজর কাজী নুরুজ্জামান
সেক্টর-৮	সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা এবং ফরিদপুরের অংশবিশেষ ছাড়াও দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত) মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)

সেক্টর-৯	সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা	মেজর এম এ জলিল (ডিসেম্বর অর্ধেক পর্যন্ত) মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সেক্টর-১০	নৌ সেক্টর; অভ্যন্তরীন নৌ-পথ এবং সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা চট্রগ্রাম ও চালনা	নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না। মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডারেরা যখন যে সেক্টরে অপারেশন করেছেন, তখন সেসব সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছেন
সেক্টর-১১	কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ পর্যন্ত এবং টাঙ্গাইল জেলার অংশ	মেজর আবু তাহের (৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত) ফ্লাইট লে. এম. হামিদুল্লাহ (৩ ডিসেম্বর থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত)

স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ ইউনিট— মুজিব ব্যাটারি। মুজিব ব্যাটারি ২ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে। মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন সিরাজুল আলম খান,আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদে ও শেখ ফললুল হক মনি।

এছাড়াও ব্যাক্তি উদ্যোগে কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), হেমায়েত বাহিনী (ফরিদপুর ও খুলনা), আফসার ব্যাটালিয়ন (ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখে। ক্র্যাক প্লাটুন ছিল ২ নং সেক্টরের অধীনে স্বতন্ত্র গেরিলা ইউনিট। খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম ও এটি এম হায়দার বীর উত্তম ক্র্যাক প্লাটুন গঠনে ভূমিকা রাখেন।

ক্র্যাক প্লাটুন ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড হামলাসহ অসংখ্য 'হিট এন্ড রান' পদ্ধতির আক্রমণ পরিচালনা করে। ক্র্যাক প্লাটুনের যোদ্ধারা ছিলেন— পপ সম্রাট আজম খান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, বদিউল আলম বদি, শহীদ শাফি ইমাম রুমী, শহীদ বদিউজ্জামান, আমিনুল ইসলাম নসু, শহীদ জুয়েল ও গোলাম দস্তগীর গাজী প্রমুখ।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের সেনাবাহিনী মিলে যৌথবাহিনী গঠন করা হয়, যা মিত্রবাহিনী নামে পরিচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান (এ কে খান) নিয়াজী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার ছিলেন জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া)

বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ

পরাজয় নিশ্চিত জেনে ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসররা এ দেশকে মেধাশূণ্য করার পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী,সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। যাদের মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা, সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আলিম চৌধুরী, ডা. গোলাম মর্তুজা, শহীদুল্লাহ কায়সার, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন প্রমূখ। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আমরা ১৪ ডিসেম্বর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করি।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় ভারত। ২৫ মার্চের বিভৎস হত্যাকাণ্ড ও ন'মাস ধরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসজজ্ঞ ভারত বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধ বিরাজমান ছিল। বিশ্ব মার্কিন নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্লক ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ব্লকে বিভক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান
নিয়েছিল— সমাজতান্ত্রিক ব্লক (সোভিয়েত ইয়নিয়ন, ভারত ও অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র); বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ যুদ্ধ বিরতির জন্য ৩ বার প্রস্তাব দেয়। USSR ৩ বারই বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেয়ার ফলে যুদ্ধ বিরতি হয়নি। যুদ্ধবিরতি না হওয়ায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বাংলাদেশকে অস্ত্র, সেনা, সমর্থন ও কূটনৈতিক সহায়তা দিতে ভারত বাংলাদেশের পাশে ছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্যার্থে নিউইয়র্কে 'The Concert for Life' আয়োজন করেন পন্ডিত রবি শংকর ও ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। আলেন গিন্সবার্গ 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামক বিখ্যাত কবিতাটি লেখেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ— ভুটান, দ্বিতীয় দেশ—ভারত, প্রথম ইউরোপীয় দেশ— পূর্ব জার্মানি, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ— পোল্যান্ড, প্রথম আরব দেশ— ইরাক, প্রথম আফ্রিকান দেশ— সেনেগাল, প্রথম মুসলিম দেশ— সেনেগাল।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ছিল বাংলা ১৩৭৮ সন ও বৃহস্পতিবার। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি প্রায় ৯৩,০০০ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। মুক্তিযুদ্ধে সর্বপ্রথম যশোর (৬ ডিসেম্বর) শত্রুমুক্ত হয়। ভারতীয় বাহিনীর সাথে ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করে কাদেরিয়া বাহিনী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি পেয়ে ১০
জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ (ছবিঃ ইন্ডিয়া টাইমস)

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

স্বাধীনতা যুদ্ধে অবসানের জন্য মোট ৬৭৬ জনকে বীরত্বসূচক পদক দেয়া হয়। তন্মধ্যে— বীরশ্রেষ্ঠ— ৭ জন, বীর উত্তম— ৬৮ জন, বীর বিক্রম— ১৭৫ জন, বীর প্রতীক— ৪২৬ জন। যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীরদের সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ দেয়া হয় এবং জীবিত বীরদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব বীর উত্তম। ২০০৬ সালের ২৫ জুন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে দেশে আনা হয়। সর্বকনিষ্ট বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ ২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ভারত থেকে দেশে আনা হয়। তারামন বিবি ও সেতারা বেগম হলেন বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা।

একমাত্র আদিবাসী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা— ইউকে চিং (বীর বিক্রম) ।

বিদেশি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা— ডব্লিউ এইচ ওডারল্যান্ড (বীর প্রতীক)।

মুক্তিযোদ্ধা দিবস— ১ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতালির নাগরিক মাদার মারিও ভেরেনজি নিহত হন।

৩৩৯ জন বীরাঙ্গনা নারীকে মুক্তিযোদ্ধা স্মীকৃতি দেয়া হয়।

সর্বকনিষ্ঠ (১২ বছর বয়স) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা— বীর প্রতীক শহীদুল ইসলাম;যুদ্ধ করেন ১১ নং সেক্টরে।

'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' দেয়া হয় ইন্দিরা গান্ধীকে; ১৫ জনকে দেয়া হয় 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা'; এবং ৩১১ জন ব্যাক্তি ও ১১টি সংঘটনকে দেয়া হয় 'বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা'।

৫নং সেক্টরে যুদ্ধে অংশ নেয়া আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত। জাতিসংঘের ২৯ তম অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে; এ অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করে— চীন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

নাম	পরিচালক
ওরা ১১ জন (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
সংগ্রাম (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
জয় বাংলা (১৯৭২)	ফখরুল আলম
আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৩)	খান আতাউর রহমান
সূর্য সংগ্রাম (১৯৭৪)	আব্দুস সামাদ
নদীর নাম মধুমতি (১৯৭৯)	তানভীর মোকাম্মেল
আগুনের পরশমণি (১৯৯৪)	হুমায়ূন আহমেদ
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (১৯৯৭)	চাষী নজরুল ইসলাম
মাটির ময়না (২০০২)	তারেক মাসুদ
জয়যাত্রা (২০০৪)	তৌকির আহমেদ
ধ্রুবতারা (২০০৬)	চাষী নজরুল ইসলাম
আমার বন্ধু রাশেদ (২০১১)	মোরশেদুল ইসলাম
গেরিলা (২০১১)	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
লাল সবুজ	শহিদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
জাহান্নাম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আমজাদ হোসেন
নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
নিষিদ্ধ লোবান নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র

নাম	পরিচালক
স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১)	জহির রায়হান
এ স্টেট ইজ বর্ন (১৯৭২)	জহির রায়হান
নাইন মান্থ টু ফ্রিডম (১৯৭২)	এস সুকুদেব
স্মৃতি একাত্তর (১৯৯১)	তানভীর মোকাম্মেল
মুক্তির গান (১৯৯৫)	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা (১৯৯৯)	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	আলমগীর কবীর
১৯৭১	তানভীর মোকাম্মেল

গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ

পাঠ্যপুস্তক দিবস	১ জানুয়ারি
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১০ জানুয়ারি
শিক্ষক দিবস	১৯ জানুয়ারি
শহীদ আসাদ দিবস	২০ জানুয়ারি
গণঅভ্যুত্থান দিবস	২৪ জানুয়ারি
জনসংখ্যা দিবস	২রা ফেব্রুয়ারি
শহীদ দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় ডায়াবেটিক সচেতনতা দিবস	২৮ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় ভোটার দিবস	১লা মার্চ
জাতীয় পতাকা দিবস	২রা মার্চ
জাতীয় শিশু দিবস	১৭মার্চ
গণহত্যা দিবস	২৫ মার্চ
স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ
জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ
দুর্যোগ মোকাবেলা দিবস	৩১ মার্চ
জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস	৫ এপ্রিল
মুজিবনগর দিবস	১৭ এপ্রিল
নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস	২৮ মে
পলাশী দিবস	২৩ জুন
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট

জেলহত্যা দিবস	৩রা নভেম্বর
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
জাতীয় সংহতি দিবস	৭ নভেম্বর
নূর হোসেন দিবস	১০ নভেম্বর
জাতীয় কৃষি দিবস	১৫ নভেম্বর
সশস্ত্র বাহিনী দিবস	২১ নভেম্বর
জাতীয় আয়কর দিবস	৩০ নভেম্বর
বেগম রোকেয়া দিবস	৬ ডিসেম্বর
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর